গম চাষের বিস্তারিত তথ্য

জাতের নাম : বি এ ডব্লিউ-২৮
জনপ্রিয় নাম : কাঞ্চন
উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)
গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১১২
ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : দানা সাদা,দানা আকারে বড় , হাজার দানার ওজন ৪৮-৫২ গ্রাম।
জাতের ধরণ : আধুনিক
জাতের বৈশিষ্ট্য :
গাছের নিশান পাতা খাড়া।
শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ১৪ - ১৮
হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৩.৫-৪.৬
প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৫০০ গ্রাম - ৫২০ গ্রাম
উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু , মাঝারি নিচু জমি
উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ
উৎপাদনের মৌসুম : রবি
বপনের উপযুক্ত সময় :
রবি(নভেম্বরের ২য় সপ্তাহ হতে ডিসেম্বরের ১ম সপ্তাহ)।
ফসল তোলার সময় :
চৈত্র মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকে মধ্য চৈত্র।
তথ্যের উৎস :
কৃষি প্রযুক্তি হাত বই, খন্ড২-, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৬।

জাতের নাম : বি এ ডব্লিউ-৩৮
জনপ্রিয় নাম : অঘ্রাণী
উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)।
গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১০৫
ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : দানার রং সাদা, আকারে মাঝারি এবং হাজার দানার ওজন ৩৮-৪২ গ্রাম। "
জাতের ধরণ : আধুনিক
জাতের বৈশিষ্ট্য :
দেরীতে বপনের জন্য বিশেষভাবে উপযোগী। শীষ বের হতে ৫৫-৬০ দিন সময় লাগে। প্রতি শীষে ৫০-৫৫টি দানা পাতার গোড়ায় বেগুনি অরিকল থাকে।
শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ১৪ - ১৬
হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৩.৫-৪.০
প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৫০০ গ্রাম - ৫১০ গ্রাম
উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু , মাঝারি নিচু জমি
উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ
উৎপাদনের মৌসুম : রবি
বপনের উপযুক্ত সময় :
রবি(নভেম্বরের ২য় সপ্তাহ হতে ডিসেম্বরের ১ম সপ্তাহ)।
ফসল তোলার সময় :
চৈত্র মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকে মধ্য চৈত্র।
তথ্যের উৎস :
কৃষি প্রযুক্তি হাত বই, খন্ড-২, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৬।

জাতের নাম : বি এ ডব্লিউ-৩৯
জনপ্রিয় নাম : বরকত
উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১০৯
ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : হাজার দানার ওজন ৪০-৪২ গ্রাম।
জাতের ধরণ : আধুনিক
জাতের বৈশিষ্ট্য :
দানার রং সাদা, আকারে মাঝারি।
শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ১৩ - ১৫
হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৩.৪-৩.৮
প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৫০০ গ্রাম - ৫২০ গ্রাম
উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু , মাঝারি নিচু জমি
উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ
উৎপাদনের মৌসুম : রবি
বপনের উপযুক্ত সময় :
রবি(নভেম্বরের ২য় সপ্তাহ হতে ডিসেম্বরের ১ম সপ্তাহ)।
ফসল তোলার সময় :
চৈত্র মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকে মধ্য চৈত্র।
পোকামাকড় প্রতিরোধ ক্ষমতা : গমের স্টিং বাগ পোকা
তথ্যের উৎস :
কৃষি প্রযুক্তি হাত বই, খন্ড-২, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৬।

জাতের নাম : বি এ ডাবলিউ-৪৩
জনপ্রিয় নাম : আকবর
উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)
গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১০৮
ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : দানা সাদা, আকারে মাঝারি এবং হাজার দানার ওজন ৩৭-৪২ গ্রাম।
জাতের ধরণ : আধুনিক
জাতের বৈশিষ্ট্য :
বৃহত্তর ময়মনসিংহ, যশোর, কুষ্টিয়া ও খুলনা অঞ্চলের জন্য উপযোগী। শীষ বের হতে ৫০-৫৫ দিন সময় লাগে। প্রতি শীষে ৫০-৫৫টি দানা থাকে। পাতার গোড়ায় সাদা অরিকল থাকে।
শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ১৪ - ১৮
হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৩.৫-.৪.৫
প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৫০০ গ্রাম - ৫২০ গ্রাম
উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু , মাঝারি নিচু জমি
উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ
উৎপাদনের মৌসুম : রবি
বপনের উপযুক্ত সময় :
রবি(নভেম্বরের ২য় সপ্তাহ হতে ডিসেম্বরের ১ম সপ্তাহ)।
ফসল তোলার সময় :
চৈত্র মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকে মধ্য চৈত্র।
তথ্যের উৎস :
কৃষি প্রযুক্তি হাত বই, খন্ড-২, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৬।

জাতের নাম : বি এ ডব্লিউ-৪৫২
জনপ্রিয় নাম : প্রতিভা
উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)
গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১০৭
ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : দানার রং সাদা, চকচকে, আকার বড়, হাজার দানার ওজন-৪২- ৪৮ গ্রাম।
জাতের ধরণ : আধুনিক
জাতের বৈশিষ্ট্য :
শীষ লম্বা, প্রতি শীষে দানার পরিমাণ ৩৫-৪৫টি। ৬০ - ৭০ দিনে শীষ বের হয় ।
শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ১৬ - ১৮

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৩.৮-৪.৫
প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৫০০ গ্রাম - ৫২০ গ্রাম
উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু , মাঝারি নিচু জমি
উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ
উৎপাদনের মৌসুম : রবি
বপনের উপযুক্ত সময় :
রবি(নভেম্বরের ২য় সপ্তাহ হতে ডিসেম্বরের ১ম সপ্তাহ)।
ফসল তোলার সময় :
চৈত্র মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকে মধ্য চৈত্র।
তথ্যের উৎস :
কৃষি প্রযুক্তি হাত বই, খন্ড-২, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সঙ্গাস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৬।

জাতের নাম : বারি গম-১৯
জনপ্রিয় নাম : সৌরভ
উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)
গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১০৫
ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : দানার রং সাদা, চকচকে, আকার বড়, হাজার দানার ওজন-৪০- ৪৫ গ্রাম।
জাতের ধরণ : আধুনিক
জাতের বৈশিষ্ট্য :
কান্ড মোটা ও শক্ত, ঝড় বৃষ্টিতে হেলে পড়ে না। ৬০ - ৬৭ দিনে শীষ বের হয় । নিশান পাতা চওড়া ও হেলানো, নিচের দিকে মোমের মতো পাতলা আবরণ থাকে । শীষ লম্বা, প্রতি শীষে দানার পরিমাণ ৪২-৪৮টি।**শতক প্রতি ফলন (কেজি) :** ১৬ - ১৮
হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৩.৫-.৪.৫
প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৫০০ গ্রাম - ৫১০ গ্রাম
উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু , মাঝারি নিচু জমি
উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ
উৎপাদনের মৌসুম : রবি
বপনের উপযুক্ত সময় :
রবি(নভেম্বরের ২য় সপ্তাহ হতে ডিসেম্বরের ১ম সপ্তাহ)।
ফসল তোলার সময় :
চৈত্র মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকে মধ্য চৈত্র।
তথ্যের উৎস :
কৃষি প্রযুক্তি হাত বই, খন্ড-২, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৬।

জাতের নাম : বারি গম-২০
জনপ্রিয় নাম : গৌরব
উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)
গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১০৮
ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : দানার রং সাদা,চকচকে, আকার বড়, হাজার দানার ওজন-৪০- ৪৮ গ্রাম।
জাতের ধরণ : আধুনিক
জাতের বৈশিষ্ট্য :
তাপ সহনশীল হওয়ায় দেরিতে বোনা যায়। ৬০ - ৬৫ দিনে শীষ বের হয় । নিশান পাতা খাড়া, সরু কিছুটা মোড়ানো।শীষ লম্বা, আগার দিক সরু। প্রতি শীষে দানার পরিমাণ ৪৫-৫০টি।
শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ১৫ - ১৯
হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৩.৬-৪.৮
প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৫০০ গ্রাম -
উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু , মাঝারি নিচু জমি
উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ
উৎপাদনের মৌসুম : রবি
বপনের উপযুক্ত সময় :
রবি(নভেম্বরের ২য় সপ্তাহ হতে ডিসেম্বরের ১ম সপ্তাহ)।

ফসল তোলার সময় :
চৈত্র মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকে মধ্য চৈত্র।
তথ্যের উৎস :
কৃষি প্রযুক্তি হাত বই, খন্ড-২, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৬।

জাতের নাম : বারি গম-২১
জনপ্রিয় নাম : শতাব্দী
উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)।
গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১১২
ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : দানার রং সাদা, চকচকে,আকার বড়, হাজার দানার ওজন-৪৬- ৪৮ গ্রাম।
জাতের ধরণ : আধুনিক
জাতের বৈশিষ্ট্য :
তাপ সহনশীল হওয়ায় দেরিতে বোনা যায়। ৬৫-৬৯ দিনে শীষ বের হয় । পাকার সময় শীষ হলুদ হলেও নিশান পাতা ও শীষের নিচের দিক সবুজ থাকে।নিশান পাতা আধা হেলানো। শীষ লম্বা প্রতি শীষে দানার পরিমাণ ৪০-৪৫টি।
শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ১৫ - ২০
হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৩.৬-৫.০
প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৫০০ গ্রাম - ৫১০ গ্রাম
উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু , মাঝারি নিচু জমি
উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ
উৎপাদনের মৌসুম : রবি
বপনের উপযুক্ত সময় :
রবি(নভেম্বরের ২য় সপ্তাহ হতে ডিসেম্বরের ১ম সপ্তাহ)।
ফসল তোলার সময় :
চৈত্র মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকে মধ্য চৈত্র।
তথ্যের উৎস :
কৃষি প্রযুক্তি হাত বই, খন্ড-২, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সঙ্গাস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৬।

জাতের নাম : বারি গম-২২
জনপ্রিয় নাম : সুফি
উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)।
গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১০৯
ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : দানার রং সাদা, চকচকে, আকার ছোট ।
জাতের ধরণ : আধুনিক
জাতের বৈশিষ্ট্য :
চিটা প্রতিরোধী ও তাপ সহনশীল হওয়ায় দেরিতে বোনা যায়।পাওরুটি তৈরির উপযোগী। শীষ বের হয় ৫৮-৬২ দিনে।শীষ লম্বা প্রতি শীষে দানার পরিমাণ ৫০-৫৫টি।
শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ১৫ - ১৯
হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৩.৬-৪.৮
প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৫০০ গ্রাম - ৫২০ গ্রাম
উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু , মাঝারি নিচু জমি
উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ
উৎপাদনের মৌসুম : রবি
বপনের উপযুক্ত সময় :
রবি(নভেম্বরের ২য় সপ্তাহ হতে ডিসেম্বরের ১ম সপ্তাহ)।
ফসল তোলার সময় :
চৈত্র মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকে মধ্য চৈত্র।
তথ্যের উৎস :
কৃষি প্রযুক্তি হাত বই, খন্ড-২, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৬।

জাতের নাম : বারি গম-২৩

জনপ্রিয় নাম : বিজয়
উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)।
গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১১০
ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : দানার রং সাদা, চকচকে, আকার ছোট ।
জাতের ধরণ : আধুনিক
জাতের বৈশিষ্ট্য :
তাপ সহনশীল হওয়ায় দেরিতে বোনা যায়। শীষ বের হয় ৬০-৬৫ দিনে।শীষ লম্বা প্রতি শীষে দানার পরিমাণ ৩৫-৪০টি।
শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ১৭ - ২০
হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৪.৩-৫.০
প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৫০০ গ্রাম - ৫২০ গ্রাম
উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু , মাঝারি নিচু জমি
উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ
উৎপাদনের মৌসুম : রবি
বপনের উপযুক্ত সময় :
রবি(নভেম্বরের ২য় সপ্তাহ হতে ডিসেম্বরের ১ম সপ্তাহ)।
ফসল তোলার সময় :
চৈত্র মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকে মধ্য চৈত্র।
তথ্যের উৎস :
কৃষি প্রযুক্তি হাত বই, খন্ড-২, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৬।

জাতের নাম : বারি গম-২৪
জনপ্রিয় নাম : প্রদীপ
উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)।
গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১১০
ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : দানার রং সাদা, চকচকে, আকার বড়।
জাতের ধরণ : আধুনিক
জাতের বৈশিষ্ট্য :
তাপ সহনশীল হওয়ায় দেরিতে বোনা যায়। শীষ বের হয় ৬০-৬৫ দিনে। শীষ মিঝারী প্রতি শীষে দানার পরিমাণ ৪৫-৫০টি
শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ১৪ - ২০
হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৩.৫-৫.১
প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৫০০ গ্রাম - ৫২০ গ্রাম
উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু , মাঝারি নিচু জমি
উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ
উৎপাদনের মৌসুম : রবি
বপনের উপযুক্ত সময় :
রবি(নভেম্বরের ২য় সপ্তাহ হতে ডিসেম্বরের ১ম সপ্তাহ)।
ফসল তোলার সময় :
চৈত্র মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকে মধ্য চৈত্র।
তথ্যের উৎস :
কৃষি প্রযুক্তি হাত বই, খন্ড-২, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৬।

ফসল : গম
জাতের নাম : বারি গম-২৫
জনপ্রিয় নাম : নাই
উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)
গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১১০
ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : দানার রং সাদা, চকচকে, আকার বড়, হাজার দানার ওজন-৫৪- ৫৮ গ্রাম।
জাতের ধরণ : আধুনিক
জাতের বৈশিষ্ট্য :
তাপ সহনশীল হওয়ায় দেরিতে বোনা যায়। ৫৭-৬২ দিনে শীষ বের হয়।শীষ মিঝারী প্রতি শীষে দানার পরিমাণ ৪৫-৫০টি।

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ১৫ - ১৮
হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৩.৬-৪.৬
প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৫০০ গ্রাম -
উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু
উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ
উৎপাদনের মৌসুম : রবি
বপনের উপযুক্ত সময় :
রবি(নভেম্বরের ২য় সপ্তাহ হতে ডিসেম্বরের ১ম সপ্তাহ)।
ফসল তোলার সময় :
চৈত্র মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকে মধ্য চৈত্র।
রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা : পাতা ঝলসানো রোগ /পাতার দাগ রোগ
তথ্যের উৎস :
কৃষি প্রযুক্তি হাত বই, খন্ড-২, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৬।

জাতের নাম : বারি গম-২৬
জনপ্রিয় নাম : নাই
উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)
গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১০৮
ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : দানার রং সাদা, চকচকে, আকার বড়, হাজার দানার ওজন-৪৮- ৫২ গ্রাম।
জাতের ধরণ : আধুনিক
জাতের বৈশিষ্ট্য :
তাপ সহনশীল হওয়ায় দেরিতে বোনা যায়। শীষ বের হয় ৬০-৬৫ দিনে। শীষ মিঝারী প্রতি শীষে দানার পরিমাণ ৪৫-৫০টি
শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ১৪ - ১৮
হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৩.৫-.৪.৫
প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৫০০ গ্রাম - ৫২০ গ্রাম
উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু
উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ
উৎপাদনের মৌসুম : রবি
বপনের উপযুক্ত সময় :
রবি(নভেম্বরের ২য় সপ্তাহ হতে ডিসেম্বরের ১ম সপ্তাহ)।
ফসল তোলার সময় :
চৈত্র মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকে মধ্য চৈত্র।
পোকামাকড় প্রতিরোধ ক্ষমতা : কান্ড ছিদ্রকারী মাজরা পোকা
রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা : পাতা ঝলসানো রোগ /পাতার দাগ রোগ
তথ্যের উৎস :
কৃষি প্রযুক্তি হাত বই, খন্ড-২, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৬।

জাতের নাম : বারি গম-২৭
জনপ্রিয় নাম : নাই
উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)।
গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১১০
ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : দানার রং সাদা, চকচকে, আকার ছোট , হাজার দানার ওজন ৩৫- ৪০ গ্রাম।
জাতের ধরণ : আধুনিক
জাতের বৈশিষ্ট্য :
নিশান পাতা কিছুটা সরু ও খাড়া। ৬০-৬৫ দিনে শীষ বের হয় । শীষ লম্বা, প্রতি শীষে দানার পরিমাণ ৪৫-৫০টি।
শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ১৬ - ২২
হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৪.০-৫.৪
প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৫০০ গ্রাম - ৫২০ গ্রাম
উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু
উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি
বপনের উপযুক্ত সময় :
রবি(নভেম্বরের ২য় সপ্তাহ হতে ডিসেম্বরের ১ম সপ্তাহ)।
ফসল তোলার সময় :
চৈত্র মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকে মধ্য চৈত্র।
রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা : পাতার মরিচা রোগ
তথ্যের উৎস :
কৃষি প্রযুক্তি হাত বই, খন্ড-২, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৬।

জাতের নাম : বারি গম-২৮
জনপ্রিয় নাম : নাই
উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)
গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১০৯
ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : দানার রং সাদা, চকচকে, আকার লম্বা, হাজার দানার ওজন-৪৩- ৪৮ গ্রাম।
জাতের ধরণ : আধুনিক
জাতের বৈশিষ্ট্য :
জীবন কাল কম ও তাপ সহনশীল হওয়ায় দেরিতে বোনা যায়। ৫৫-৬০ দিনে শীষ বের হয় । শীষ মাঝারী লম্বা, প্রতি শীষে দানার পরিমাণ ৪৫-৫০টি।
শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ১৬ - ২২
হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৪.০-৫.৫
প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৫০০ গ্রাম - ৫২০ গ্রাম
উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু
উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ
উৎপাদনের মৌসুম : রবি
বপনের উপযুক্ত সময় :
রবি(নভেম্বরের ২য় সপ্তাহ হতে ডিসেম্বরের ১ম সপ্তাহ)
ফসল তোলার সময় :
চৈত্র মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকে মধ্য চৈত্র।
তথ্যের উৎস :
কৃষি প্রযুক্তি হাত বই, খন্ড-২, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৬।

জাতের নাম : বারি গম-২৯
জনপ্রিয় নাম : নাই
উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)
গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১১০
ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : দানার রং সাদা, চকচকে, আকার মাঝারী, হাজার দানার ওজন ৪৪-৪৮ গ্রাম।
জাতের ধরণ : আধুনিক
জাতের বৈশিষ্ট্য :
জাতটি খাটো হওয়ায় এবং কান্ড শক্ত হওয়ায় সহজে হেলে না। চারার কুশি খাড়া থাকে। উপরের কান্ডের গিড়ায় মাঝারী পরিমাণে রোম থাকে।শীষে মাঝারী ঘন মোমের মতো আবরণ থাকে । ৬০-৬৪ দিনে শীষ বের হয় ।শীষ লম্বা, প্রতি শীষে দানার পরিমাণ ৪৫-৫০।
শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ১৬ - ২০
হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৪.০-৫.০
প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৫০০ গ্রাম - ৫২০ গ্রাম
উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু
উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ
উৎপাদনের মৌসুম : রবি
বপনের উপযুক্ত সময় :
রবি(নভেম্বরের ২য় সপ্তাহ হতে ডিসেম্বরের ১ম সপ্তাহ)
ফসল তোলার সময় :

চৈত্র মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকে মধ্য চৈত্র।
রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা : পাতার মরিচা রোগ
তথ্যের উৎস :
কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, খন্ড-২, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৬।

জাতের নাম : বারি গম-৩০
জনপ্রিয় নাম : নাই
উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)
গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১০০
ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : দানার রং সাদা, চকচকে, আকার মাঝারী, হাজার দানার ওজন ৪৪-৪৮ গ্রাম।
জাতের ধরণ : আধুনিক
জাতের বৈশিষ্ট্য :
কুশি কিছুটা হেলানো; নিশান পাতা চওড়া ও হেলানো এবং এর খোলে মোমের মতো আবরণ থাকে। কান্ড ও শীষে হালকা মোমের মতো আবরণ থাকে । জীবন কাল কম ও তাপ সহনশীল । ৫৭-৬২ দিনে শীষ বের হয় । শীষ লম্বা, প্রতি শীষে দানার পরিমাণ ৪৫-৫০টি।
শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ১৮ - ২২
হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৪.৫-৫.৫
প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৫০০ গ্রাম - ৫২০ গ্রাম
উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু
উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ
উৎপাদনের মৌসুম : রবি
বপনের উপযুক্ত সময় :
রবি(নভেম্বরের ২য় সপ্তাহ হতে ডিসেম্বরের ১ম সপ্তাহ)
ফসল তোলার সময় :
চৈত্র মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকে মধ্য চৈত্র।
রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা : পাতার মরিচা রোগ
তথ্যের উৎস :
কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, খন্ড-২, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৬।

জাতের নাম : বারি গম-৩২
জনপ্রিয় নাম : নেই
উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)।
গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১০০
জাতের ধরণ : আধুনিক
জাতের বৈশিষ্ট্য :
তাপ সহনশীল হওয়ায় দেরিতে বোনা যায়। ৬৫-৬৯ দিনে শীষ বের হয় । পাকার সময় শীষ হলুদ হলেও নিশান পাতা ও শীষের নিচের দিক সবুজ থাকে।নিশান পাতা আধা হেলানো। শীষ লম্বা প্রতি শীষে দানার পরিমাণ ৪০-৪৫টি।
শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ১৮ - ২০
হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৪.৬
প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৫০০ গ্রাম - ৪৯০ গ্রাম
উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি নিচু জমি
উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ
উৎপাদনের মৌসুম : রবি
বপনের উপযুক্ত সময় :
রবি(নভেম্বরের ২য় সপ্তাহ হতে ডিসেম্বরের ১ম সপ্তাহ)।
ফসল তোলার সময় :
চৈত্র মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকে মধ্য চৈত্র।
তথ্যের উৎস :
কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, খন্ড-২, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৬।

জাতের নাম : বারি গম-৩৩

জনপ্রিয় নাম : নেই
উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)।
গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১১২
ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : দানার রং সাদা, চকচকে এবং আকারে মাঝারি, হাজার দানার ওজন ৪৫-৫২ গ্রাম।
জাতের ধরণ : আধুনিক
জাতের বৈশিষ্ট্য :
জাতটি জিঙ্ক সমৃদ্ধ (৫০-৫৫ জি পি এস) এবং কান্ড শক্ত হওয়ায় সহজে হেলে পড়ে না। নিশাণ পাতা চওড়া। ৬০-৬৪ দিনে শীষ বের হয়। শীষ লম্বা, প্রতি শীষে দানার পরিমাণ ৪২-৪৭ টি।
শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ১৬ - ২০
হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৪.০-৫.০
প্রতি একর (১০০ শতকে) জমি রোপণ/বপন করতে বীজের পরিমান : ৫০০ গ্রাম - ৫০০ গ্রাম
উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি নিচু জমি
উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ
উৎপাদনের মৌসুম : রবি
বপনের উপযুক্ত সময় :
রবি(নভেম্বরের ২য় সপ্তাহ হতে ডিসেম্বরের ১ম সপ্তাহ)।
ফসল তোলার সময় :
চৈত্র মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকে মধ্য চৈত্র।
তথ্যের উৎস :
কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, খন্ড-২, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৬।

পুষ্টিমান :
প্রতি ১০০ গ্রাম গমের আটায় পাওয়া যাবে ৩৬৪ কিলো ক্যালরি, সোডিয়াম ২ মিলিগ্রাম, পটাসিয়াম ১০৭ মিলিগ্রাম, খাদ্যআঁশ ২.৭ গ্রাম, প্রোটিন ১০ গ্রাম।
তথ্যের উৎস :
কৃষি ডাইরি, কৃষি তথ্য সার্ভিস, ২০১৭।

বীজ ও বীজতলার তথ্য
বর্ণনা : বীজ সারিতে এবং ছিটিয়ে বোনা যায়। তবে সারিতে বীজ বপন করা উত্তম। সারিতে বপনের জন্য জমি তৈরীর পর লাঙ্গল দিয়ে সরু নালা তৈরী করে ৮ ইঞ্চি দূরত্বের সারিতে ১.৫-২.০ সেমি(০.৫ - ০.৮ ইঞ্চি)। গভীরে বীজ বপন করতে হবে। আমন ধান কাটার পর জমিতে 'জো' আসলে পাওয়ার টিলারচালিত বীজ বপন যন্ত্রের সাহায্যে একচাষে সারিতে বীজ বপন করা যায়।
ভাল বীজ নির্বাচন :
ভাল বীজ তরতাজা /উজ্জ্বল, এর গজানোর হার ও ফলন বেশি । পাত্রের সব বীজ পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন, স্বাভাবিক ও একই আকার-প্রকারের হতে হবে। চিটা ও আগাছার মাত্রা, রোগ, পোকা ও অন্য বীজের মিশাল মুক্ত, নগণ্য বা খুবই কম হবে । এতে আবাদ খরচ কমে, তবে ফলন বাড়ে । হলুদ ট্যাগ/লেভেলে বিশ্বস্থ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের এবং সাদা/ নীল ট্যাগ/লেভেলে সরকারের তত্বাবধানে উৎপাদিত ও পরীক্ষিত হতে হবে।
বীজতলা প্রস্তুতকরণ : বীজ সারিতে এবং ছিটিয়ে বোনা যায়। তবে সারিতে বীজ বপন করা উত্তম। সারিতে বপনের জন্য জমি তৈরীর পর লাঙ্গল দিয়ে সরু নালা তৈরী করে ৮ ইঞ্চি দূরত্বের সারিতে ১.৫-২.০ সেমি(০.৫ - ০.৮ ইঞ্চি)। গভীরে বীজ বপন করতে হবে। আমন ধান কাটার পর জমিতে 'জো' আসলে পাওয়ার টিলারচালিত বীজ বপন যন্ত্রের সাহায্যে একচাষে সারিতে বীজ বপন করা যায়।

বীজতলা পরিচর্চা : নাই
তথ্যের উৎস :
কৃষি প্রযুক্তি হাত বই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনিস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৪।

চাষপদ্ধতি :
ভাল বীজ নির্বাচনঃ
বীজ তরতাজা /উজ্জ্বল, এর গজানোর হার ও ফলন বেশি । পাত্রের সব বীজ পরিষ্কারি পরিচ্ছন্ন, স্বাভাবিক ও একই আকার-প্রকারের। চিটা ও আগাছার মাত্রা, রোগ, পোকা ও অন্য বীজের মিশাল মুক্ত, নগণ্য বা খুবই কম । এতে আবাদ খরচ কমে, তবে ফলন বাড়ে । হলুদ ট্যাগ/লেভেলে বিশ্বস্থ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের এবং সাদা/ নীল ট্যাগ/লেভেলে সরকারের তত্বাবধানে উৎপাদিত ও পরীক্ষিত ।

বপন পদ্ধতিঃ

বীজ সারিতে এবং ছিটিয়ে বোনা যায়। তবে সারিতে বীজ বপন করা উত্তম। সারিতে বপনের জন্য জমি তৈরীর পর লাঙ্গল দিয়ে সরু নালা তৈরী করে ৮ ইঞ্চি দূরত্বের সারিতে ১.৫-২.০ সেমি(০.৫ - ০.৮ ইঞ্চি) . গভীরে বীজ বপন করতে হবে। আমন ধান কাটার পর জমিতে 'জো' আসলে পাওয়ার টিলারচালিত বীজ বপন যন্ত্রের সাহায্যে একচাষে সারিতে বীজ বপন করা যায়।

জমি শোধন সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

বীজ শোধন সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাত বই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৪।

মৃত্তিকা :

পানি জমে না এমন হালকা বেলে দোআঁশ থেকে দোআঁশ মাটি।

মৃত্তিকা পরীক্ষা গবেষণাগারের ঠিকানা :

মৃত্তিকাসম্পদউন্নয়নইনস্টিটিউটবিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

সার পরিচিতি :

সার পরিচিতি বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

ভেজাল সার চেনার উপায় :

ভেজাল সার শনাক্তকরণ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

ফসলের সার সুপারিশ :

সারের নাম	হেক্টর(পরিমাণ /কেজি)
ইউরিয়া	১৫০ -১৭৫
টিএসপি/ ডিএপি	১২৫-১৩৮
এমওপি	৭৫-১০০
জিপসাম	১০০-১১২
বরিক এসিডঃ	৫-৬

সারের নাম	পরিমাণ)গ্রাম/ শতক(
ইউরিয়া	৭৩০-৮৯০
টিএসপি/ ডিএপি	৫৭০-৭৩০
এমওপি	১৬০-২০০
জিপসাম	৪৫০-৫০০
বরিক এসিডঃ	২০

অনলাইনসারসুপারিশবিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

গোবর/কম্পোষ্ট শতক প্রতি ৩০-৪০ কেজি প্রয়োগ করতে হবে । জৈব সার বীজ বপনের ৭-১০ দিন পূর্বে মাটির সাথে মিশিয়ে দেয়া। পরিমাণমত এ সার দিলে তিন ভাগের ইউরিয়া সার কম লাগবে। অন্যান্য সার সেচসহ চাষের ক্ষেত্রে নির্ধারিত ইউরিয়া সারের দুই তৃতীয়াংশ এবং সম্পূর্ণ টিএসপি, এমওপি ও জিপসাম শেষ চাষের পূর্বে প্রয়োগ করে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। বাকী এক তৃতীয়াংশ ইউরিয়া প্রথম সেচের সময় উপরি প্রয়োগ করতে হবে। সেচছাড়া চাষের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ সার অর্থাৎ ইউরিয়া, টিএসপি, এমওপি ও জিপসাম শেষ চাষের সময় জমিতে প্রয়োগ করতে হবে।

তথ্যের উৎস:

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, খন্ড২-, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সঙ্গাস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৪।

গম এর সেচের তথ্য

বর্ণনা : মাটির প্রকার ভেদে ২/৩ টি সেচ দিতে হয়। প্রথম সেচ চারার তিন পাতার সময় (বপনের ১৭ থেকে ২১ দিন পর্রে, দ্বিতীয় সেচ গমের শীষ বের হওয়ার সময় (বপনের ৫৫ থেকে ৬০ দিন পর) এবং ত্ তীয় সেচ দানা সময় (বপনের ৭৫-৮০ দিন পর)দিতে হবে।

সেচ ব্যবস্থাপনা :

মাটির প্রকার ভেদে ২/৩ টি সেচ দিতে হয়। প্রথম সেচ চারার তিন পাতার সময় (বপনের ১৭ থেকে ২১ দিন পর্রে, দ্বিতীয় সেচ গমের শীষ বের হওয়ার সময় (বপনের ৫৫ থেকে ৬০ দিন পর) এবং ত্ তীয় সেচ দানা সময় (বপনের ৭৫-৮০ দিন পর)দিতে হবে।

সেচ ও নিকাশ পদ্ধতি :

নালা ও প্লাবন সেচ ব্যবস্থা

তথ্যের উৎস :

কৃষকের ডিজিটাল ঠিকানা ওয়েবসাইট , ৩১/১২/১৭।

আগাছার নাম : গৈচা/ গইচা

আগাছা জন্মানোর মৌসুম : খরিফে বেশি বাড়ে । মে থেকে জুলাইয়ের মাঝে ফুল ফোটে ও বীজ বাত্তি হয় ।

প্রতিকারের উপায় :

সেচ ও সার দেবার পর জো আসা মাত্র আগাছা বাছাই।

তথ্যের উৎস :

দক্ষিণাঞ্চলের উপযোগী কৃষি প্রযুক্তি, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, নভেম্বর, ২০১৩।

আগাছার নাম : চাপড়া ঘাস

আগাছা জন্মানোর মৌসুম : খরিফে বেশি বাড়ে। খরা সইতে পারে। এপ্রিল থেকে জুলাইয়ের মাঝে ফুল ফোটে ও বীজ বাত্তি হয়।মাঝারি থেকে উঁচু জমিসহ প্রায় সবখানে আকো বা ছায়াতে এর বিচরণ।

প্রতিকারের উপায় :

সেচ ও সার দেবার পর জো আসা মাত্র আগাছা বাছাই।

তথ্যের উৎস :

দক্ষিণাঞ্চলের উপযোগী কৃষি প্রযুক্তি, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, নভেম্বর, ২০১৩।

আগাছার নাম : দুর্বা

আগাছা জন্মানোর মৌসুম : খরিফে বেশি বাড়ে ।মে থেকে আগস্ট মাঝে ফুল ফোটে ও বীজ বাত্তি হয় ।

প্রতিকারের উপায় :

সেচ ও সার দেবার পর জো আসা মাত্র আগাছা বাছাই।

তথ্যের উৎস :

দক্ষিণাঞ্চলের উপযোগী কৃষি প্রযুক্তি, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, নভেম্বর, ২০১৩।

আগাছার নাম : মুথা / ভাদাইল

আগাছা জন্মানোর মৌসুম : খরিফে বেশি বাড়ে।জুন থেকে অক্টোবরের মাঝে ফুল ফোটে ও বীজ উৎপত্তি হয়।

প্রতিকারের উপায় :

সেচ ও সার দেবার পর জো আসা মাত্র আগাছা দমন করুন। চারা গজানোর ২০-২৫ দিন পর আগাছা দমন করতে হবে। গাছ খুব ঘন থাকলে পাতলা করে দিতে হবে। ৪০ দিন আগাছা মুক্ত রাখুন।

তথ্যের উৎস :

দক্ষিণাঞ্চলের উপযোগী কৃষি প্রযুক্তি, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, নভেম্বর, ২০১৩।

আবহাওয়া ও দুর্যোগ

বাংলা মাসের নাম : চৈত্র

ইংরেজি মাসের নাম : মার্চ

দুর্যোগের নাম : তাপ প্রবাহ

দুর্যোগ পূর্বপ্রস্তুতি :

আগাম ও তাপ সহনশীল জাত বপন করুন।

কৃষি আবহাওয়ার তথ্য পেতে ক্লিক করুন

দুর্যোগকালীন/দুর্যোগ পরবর্তী প্রস্তুতি :

দেড়ি না করে পরিপক্ক গম কেটে নিন। পরবর্তী ফসলের প্রস্তুতি নিন।

প্রস্তুতি : আগাম ও তাপ সহিষ্ণু জাত বোনার জন্য নির্বাচন করুন।

তথ্যের উৎস :

জলবায়ু পরিবর্তন ও কৃষি - কৃষিবিদ মোঃ নজরুল ইসলাম, কৃষিবিদ ডঃ আবু ওয়ালী রাগিব হাসান । এবং দক্ষিণাঞ্চলের উপযোগী কৃষি প্রযুক্তি- বি এ আর সি।

বাংলা মাসের নাম : ফাল্গুন

ইংরেজি মাসের নাম : ফেব্রুয়ারী

দুর্যোগের নাম : ঝড় বৃষ্টি/ শিলা বৃষ্টি

দুর্যোগ পূর্বপ্রস্তুতি :

নিষ্কাশন নালা প্রস্তত রাখুন।মাড়াইয়ের উপযুক্ত হলে দেরি না করে তাড়াতাড়ি ফসল কেটে নিন।

কৃষি আবহাওয়ার তথ্য পেতে ক্লিক করুন

দুর্যোগকালীন/দুর্যোগ পরবর্তী প্রস্তুতি :

তাড়াতাড়ি অতিরিক্ত বৃষ্টির পানি বের করার ব্যবস্থা নিন।পরবর্তী ফসলের প্রস্তুতি নিন।

প্রস্তুতি : সারিতে বুনুন, যাতে জমির অতিরিক্ত বৃষ্টির পানি বের করার নালা রাখতে পারেন। মাড়াইয়ের উপযুক্ত হলে দেড়ি না করে রৌদ্রোজ্জ্বল দিনে সকালের দিকে কেটে নিন।

তথ্যের উৎস :

জলবায়ু পরিবর্তন ও কৃষি - কৃষিবিদ মোঃ নজরুল ইসলাম, কৃষিবিদ ডঃ আবু ওয়ালী রাগিব হাসান । এবং দক্ষিণাঞ্চলের উপযোগী কৃষি প্রযুক্তি - বি এ আর সি ।

গম এর পোকার তথ্য

পোকার নাম : গমের স্টিং বাগ পোকা

পোকা চেনার উপায় : বাদামি রঙের চেপ্টা আকৃতির পোকা

ক্ষতির ধরণ : দুধ আসা অবস্থায় ক্ষতি বেশী করে । ফলে গমের গায়ে দাগ হয় ও গম চিটা হয়।

আক্রমণের পর্যায় : কুশি

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : ফুল

পোকার যেসব স্তর ক্ষতি করে : পূর্ণ বয়স্ক , নিম্ফ

ব্যবস্থাপনা :

কার্বারিল জাতীয় কীটনাশক(যেমন: সেভিন ৮৫ ডব্লিউপি ২৭ গ্রাম) অথবা ডাইমিথোয়েট জাতীয় কীটনাশক যেমন (রোগর অথবা টাফগর ২০ মিলি) ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করুন ।ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি :

অতি বিলম্বে বা অতি অগ্রিম গম চাষ করবেন না; ক্ষেত আগাছা মুক্ত রাখুন; নিয়মিত মাঠ পরিদর্শন করে আক্রমণের শুরুতেই ব্যবস্থা নিন।

তথ্যের উৎস :

সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা ও বিভিন্ন ফসলের ক্ষতিকারক পোকামাকড় দমন, কীটতত্ত বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট।

পোকার নাম : কান্ড ছিদ্রকারী মাজরা পোকা

পোকা চেনার উপায় : গোলাপী রঙের কীট

ক্ষতির ধরণ : এ পোকা গমের কুশি / মাইজ কেটে দেয় । আক্রান্ত কুশি হলুদ হতে থাকে এবং এক সময় মারা যায় ।

আক্রমণের পর্যায় : কুশি

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : কান্ডের গোঁড়ায়

পোকার যেসব স্তর ক্ষতি করে : কীড়া

ব্যবস্থাপনা :

শতকরা ৫ টি মরা শীষ পাওয়া গেলে অনুমোদিত থায়োমিথোক্সাম(২০%)+ ক্লোরানিলিপ্রোল (২০%) জাতীয় কীটনাশক (যেমনঃ ভিরতাকো ১.৫ গ্রাম) অথবা কারটাপ জাতীয় কীটনাশক (যেমনঃ কারটাপ বা সানটাপ ২৪ গ্রাম) ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে অথবা ফিপ্রনিল জাতীয় কীটনাশক (যেমনঃ রিজেন্ট বা গুলি ১০-১৫ মিলি) ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে ১০ দিন পর পর ২-৩ বার স্প্রে করুন। ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি :

চারা রোপনের পর ক্ষেতে কঞ্চি বা ডাল পুতে দিতে হবে।

অন্যান্য :

ডিমের গাদা সংগ্রহ করে নষ্ট করুন। আলোক ফাঁদের সাহায্যে পোকা মথ সংগ্রহ করে দমন করুন। হাত জাল দিয়ে পোকা দমন করুন। আমন ধান কাটার পর চাষ দিয়ে নাড়া মাটিতে মিশিয়ে বা পুড়িয়ে ফেলুন।

আলোক ফাঁদ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

তথ্যের উৎস :

সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা ও বিভিন্ন ফসলের ক্ষতিকারক পোকামাকড় দমন, কীটতত্ত বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট।

পোকার নাম : জাব পোকা

পোকা চেনার উপায় : খুব ছোট সবুজাভ সাদা, নরম দেহ বিশিষ্ট

ক্ষতির ধরণ : এ পোকা পাতা, গাছ ও কচি দানার রস চুষে খায়। এর আক্রমন বেশি হলে শুটি মোল্ড ছত্রাকের আক্রমন ঘটে এবং গাছ মরে যায় ।

আক্রমণের পর্যায় : বাড়ন্ত পর্যায়, ফলের বাড়ন্ত পর্যায়

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : পাতা , ফল

পোকার যেসব স্তর ক্ষতি করে : পূর্ণ বয়স্ক , নিম্ফ

ব্যবস্থাপনা :

আক্রমণ বেশি হলে ইমিডাক্লোরোপ্রিড জাতীয় কীটনাশক (যেমন এডমায়ার অথবা টিডো ৭-১০ মিলিলিটার / ২মুখ) ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতকে স্প্রে করতে হবে ১০ দিন পরপর ২/৩ বার। ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি :

আগাম গম বপন করুন। উন্নত জাতের গম বপন করুন। বিলম্বে গম বপন করবেন না।

অন্যান্য :

সাবানযুক্ত পানি স্প্রে করা যায় অথবা আধাভাঙ্গা নিমবীজের পানি (১ লিটার পানিতে ৫০ গ্রাম নিমবীজ ভেঙ্গে ১২ ঘন্টা ভিজিয়ে রেখে ছেঁকে নিতে হবে) আক্রান্ত গাছে ১০ দিন পর পর ৩ বার স্প্রে করলে পোকা নিয়ন্ত্রন করা যায়। এছাড়াও তামাকের গুড়া (১০গ্রাম), সাবানের গুড়া (৫গ্রাম) ও নিমের পাতার রস প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে ব্যবহার করা যায়।

তথ্যের উৎস :

সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা ও বিভিন্ন ফসলের ক্ষতিকারক পোকামাকড় দমন, কীটতত্ত বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট।

গম এর রোগের তথ্য

রোগের নাম : গমের ব্লাস্ট রোগ

রোগের কারণ : ছত্রাক

ক্ষতির ধরণ : বীজের আক্রান্ত স্থানে কালো দাগ পড়ে এবং আক্রান্ত স্থানের উপরের অংশ শাডা হয়ে যায়। শীষের গোড়ায় আক্রমন হলে শীষ শুকিয়ে সাদা হয়ে যায়। আক্রান্ত শীষের দানা অপুষ্ট হয় এবং কুচকিয়ে যায়।

ফসলের যে পর্যায়ে আক্রমণ করে : শীষ অবস্থা , বাড়ন্ত পর্যায়

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : পাতা

ব্যবস্থাপনা :

কার্বেন্ডাজিম জাতীয় ছত্রাকনাশক (যেমনঃ প্রভ্যাক্ক-২০০/ভিট্যাভাক্স-২০০ ইত্যাদি ১০ গ্রাম প্রতি ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে) ১০ দিন পরপর ২-৩ বার শেষ বিকেলে স্প্রে করুন। ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি :

গমের ক্ষেত ও আইল আগাছা মুক্ত রাখতে হবে।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

রোগের নাম : গোড়া পচা রোগ

রোগের কারণ : স্কেলেরোশিয়াম রলফসি ছত্রাক

ক্ষতির ধরণ : মাটির সমতলে গোড়ায় হলদে দাগ দেখা যায়, পরে তা গাড় বাদামি হয়ে আক্রান্ত জায়গার চার পাশ ঘিরে ফেলে। পরে পাতা শুকিয়ে মারা যায়। জীবাণু মাটি বা ফসলের পরি ত্যাক্ত অংশে অনে দিন বেঁচে থাকে।বৃষ্টি বা সেচের পানির মাধ্যমে জমি থেকে আরেক জমিতে ছড়াতে পারে।

ফসলের যে পর্যায়ে আক্রমণ করে : বাড়ন্ত পর্যায়

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : কান্ডের গোঁড়ায়

ব্যবস্থাপনা :

কার্বেন্ডাজিম জাতীয় ছত্রাকনাশক (যেমনঃ ব্যাভিস্টিন/ নোইন ইত্যাদি ১০ গ্রাম প্রতি ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে) ১০ দিন পরপর ২-৩ বার শেষ বিকেলে স্প্রে করুন। ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি :

বীজশোধন করে বীজ বপন করুন। নাড়া পুড়িয়ে ফেলুন। রোগ প্রতিরোধী জাত যেমন আকবর, অঘ্রণী, প্রতিভা, সৌরভ, গৌরব প্রভৃতি জাতের আবাদ করুন।

বীজ শোধন সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

জমি সবসময় পরিমিত আর্দ্র রাখুন ।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাত বই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনিস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সঙ্গস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

রোগের নাম : গমের আলগা ঝুল রোগ

রোগের কারণ : আস্টীলেগো ট্রিটিসি ছত্রাক

ক্ষতির ধরণ : এ রোগের আক্রমণে গমের শীষে কালো বর্ণের প্রচুর পরিমাণে পাউডারের মত বস্তু দেখা যায়। আক্রমণ বেশি হলে গমের দানাগুলো ঝড়ে যায় এবং শীষটি গমশুন্য দন্ডে পরিনত হয়।

ফসলের যে পর্যায়ে আক্রমণ করে : শীষ অবস্থা

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : ফুল , বীজ

ব্যবস্থাপনা :

কার্বেন্ডাজিম জাতীয় ছত্রাকনাশক (যেমনঃ ব্যাভিস্টিন/ নোইন ইত্যাদি ১০ গ্রাম প্রতি ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে) ১০ দিন পরপর ২-৩ বার শেষ বিকেলে স্প্রে করুন। ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি :

রোগমুক্ত জমি হতে বীজ সংগ্রহ করুন। বীজশোধন করুন। ফসলের পরিত্যক্ত অংশ সংগ্রহ করে পুড়িয়ে ফেলুন।

জমি শোধন সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

আক্রান্ত গাছ সংগ্রহ করে ধ্বংস করুন। আক্রান্ত পাতা অপসারণ করে মাটিতে পুতে ফেলুন বা পুড়িয়ে ফেলুন।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনিস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সঙ্গাস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

রোগের নাম : পাতার মরিচা রোগ

রোগের কারণ : পাক্সিনিয়া রিকন্ডিটা ছত্রাক

ক্ষতির ধরণ : প্রথমে নীচের পাতাতে ছোট ছোট গোলাকার হলুদাভ দাগ পড়ে। পরবর্তীতে দাগ সমূহ মরিচার মত বাদামী বা কালচে রং এ পরিনত হয়। রোগের লক্ষণ প্রথমে নিচের পাতায় দেখা দেয় এবং ধীরে ধীরে সব পাতা ও কান্ডে দেখা দেয়।

ফসলের যে পর্যায়ে আক্রমণ করে : বাড়ন্ত পর্যায়

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : কান্ড , পাতা

ব্যবস্থাপনা :

প্রোপিকোনাজল জাতীয় ছত্রাকনাশক (যেমনঃ টিল্ট ২৫০ ইসি অথবা প্রাউড ২৫ ইসি অথবা অথবা পোটেন্ট ২৫০ ইসি অথবা ২০ মিলিলিটার) প্রতি ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে ১০ দিন পরপর ২-৩ বার শেষ বিকেলে ফসলে স্প্রে করুন ।ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি :

রোগমুক্ত জমি হতে বীজ সংগ্রহ করুন। বীজশোধন করুন। ফসলের পরিত্যক্ত অংশ সংগ্রহ করে পুড়িয়ে ফেলুন। বিলম্বে গম বপন করবেন না।

জমি শোধন সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

অন্যান্য :

আক্রান্ত গাছ সংগ্রহ করে ধ্বংস করুন। আক্রান্ত পাতা অপসারণ করে মাটিতে পুতে ফেলুন বা পুড়িয়ে ফেলুন।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, খন্ড-২, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৬।

রোগের নাম : পাতা ঝলসানো রোগ /পাতার দাগ রোগ

রোগের কারণ : ছত্রাক

ক্ষতির ধরণ : গাছ মাটির উপরে আসলে প্রথমে নিচের পাতায় ছোট ছোট বাদামি ডিমের আকার দাগ পড়ে। পরে দাগ গুলি আকারে বাড়তে থাকে এবং পাতা ঝলসে যায়।

ফসলের যে পর্যায়ে আক্রমণ করে : বাড়ন্ত পর্যায়

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : পাতা

ব্যবস্থাপনা :

কপার অক্সিক্লোরাইড জাতীয় ছত্রাকনাশক (যেমনঃ কুপ্রাভিট ১০ গ্রাম বা চ্যাম্পিয়ন ৭৭ ডব্লিউপি ২০ গ্রাম) প্রতি ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে অথবা প্রোপিকোনাজল জাতীয় ছত্রাকনাশক (যেমনঃ টিল্ট ২৫০ ইসি অথবা প্রাউড ২৫ ইসি অথবা পোটেন্ট ২৫০ ইসি @ ২০ মিলিলিটার) প্রতি ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে ১০ দিন পরপর ২-৩ বার শেষ বিকেলে ফসলে স্প্রে করুন ।ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি :

রোগ সহনশীল জাত বারি গম- ২৪, বারি গম-২৫,বারি গম-২৬, বারি গম-৩০ ব্যবহার করুন;

বীজ শোধন করুন।

বীজ শোধন সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

অন্যান্য :

আক্রান্ত গাছ সংগ্রহ করে ধ্বংস করুন। আক্রান্ত পাতা অপসারণ করে মাটিতে পুতে ফেলুন বা পুড়িয়ে ফেলুন।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, খন্ড-২, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৬।

গম এর ফসল তোলা এবং সংরক্ষণের তথ্য

ফসল তোলা : চৈত্র মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকে মধ্য চৈত্র। জমির ফসলের সোনালী রং ধারন করলে তখন একটি শীষ হাতে নিয়ে দুহাত দিয়ে ঘসা দিলে যদি শীষ থেকে দানা সহজে বের হয়ে আসে এবং ফুঁ দিলে খোসাগুলো উড়ে যায় অথবা দানাগুলো পিঠে উপর বৃদ্ধাঙ্গুলের নোখ দিয়ে জোড়ে আঁচড় কাটলে যদি কোন দাগ না পড়ে তখন বোঝতে হবে ফসল কাঁটার উপযুক্ত সময় হয়েছে ।

ফসল সংরক্ষণের পূর্বে :

মাড়াই, ঝারাই, বাছাই ও শুকানো। ১.৭৫-২.৫ মিলিমিটার ফাঁকা চালুনি দিয়ে বাছাই করে নিন।

প্রক্রিয়াজাতকরণ :

গম ভাল করে শুকানোর পর ঠান্ডা করে চটের বস্তায়/ড্রামে ভড়র সংরক্ষণের জন্য প্রস্তুত রাখুন।

সংরক্ষণ : পলি ব্যাগে ভরে চটের বস্তায়/কেরোসিন/বিস্কুটের টিন, ধাতব বা প্লাস্টিকের ড্রাম, পলিথিন ব্যাগ ইত্যাদি গমবীজ সংরক্ষণের জন্য উত্তম। বীজ সংরক্ষণের পাত্রটি পরিষ্কার, শুকনো, বায়ুরোধী ও ছিদ্রমুক্ত হতে হবে। বীজ দিয়ে পাত্র ভর্তি করতে হবে যাতে পাত্রের ভিতরে ফাঁকা জায়গা রাখবেন না ।পাত্র ভর্তি না হলে কাপড় বা কাগজের বিছিয়ে শুকনো পরিষ্কার বালু ভরে ফাঁকা জায়গা পূর্ণ করে ভালভাবে ঢাকনা আটকিয়ে মাচা বা কাঠের পাটাতনের উপর রাখুন।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই -১, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ,গম গবেষণা কেন্দ্র, দিনাজপুর , দক্ষিণ অঞ্চলের উপযোগী কৃষি প্রযুক্তি।

গম এর বীজ উৎপাদন এবং সংরক্ষণের তথ্য

বীজ উৎপাদন :

সুস্থ ও রোগ মুক্ত গাছ থেকে বীজ সংগ্রহ করতে হবে।

বীজ সংরক্ষণ:

মাড়াই, ঝারাই করে ১.৭৫-২.৫ মিমি ফাঁকা চালুনি দিয়ে বাছাই করে নিন। গম ৩-৪ দিন ভাল কর নেড়েচেড়ে রোদে শুকানোর পর কয়েকটি বীজদাঁতে কামড় দিলে কট শব্দে ভাংলে তা ১২% আর্দ্রতায় আছে ধরে নেয়া যায়, যা গোলাজাতের উপযুক্ত। ঠান্ডা করে চটের বস্তায়/ড্রামে ভড়র সংরক্ষণের জন্য প্রস্তুত রাখুন। পলি ব্যাগে ভরে চটের বস্তায়/কেরোসিন/বিস্কুটের টিন, ধাতব বা প্লাস্টিকের ড্রাম, পলিথিন ব্যাগ ইত্যাদি গমবীজ সংরক্ষণের জন্য উত্তম। বীজ সংরক্ষণের পাত্রটি পরিষ্কার, শুকনো, বায়ুরোধী ও ছিদ্রমুক্ত হতে হবে। বীজ দিয়ে পাত্র ভর্তি করতে হবে যাতে পাত্রের ভিতরে ফাঁকা জায়গা রাখবেন না ।পাত্র ভর্তি না হলে কাপড় বা কাগজের বিছিয়ে শুকনো পরিষ্কার বালু ভরে ফাঁকা জায়গা পূর্ণ করে ভালভাবে ঢাকনা আটকিয়ে মাচা বা কাঠের পাটাতনের উপর রাখুন।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৪।

গম এর কৃষি উপকরণ

বীজপ্রাপ্তি স্থান :

বীজ উৎপাদন কারী চাষি, ডিএই র প্রকল্প, বিএডিসি ও কোম্পানীর বীজ ডিলারএর দোকান। বি এ আর আই এর আঞ্চলিক কেন্দ্র।

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) বীজ বিক্রয়কেন্দ্রের তথ্য পেতে ক্লিক করুন

সার ও বালাইনাশক প্রাপ্তিস্থান :

বিএডিসি এর সার বিক্রয় কেন্দ্র। সরকার অনুমোদিত সার ডিলার। গোবর/ জৈব সার প্রাপ্তি সাপেক্ষে। বালাইনাশক স্থানীয় বাজারে পাওয়া যায়।

সার ডিলার এর বিস্তারিত তথ্য পেতে ক্লিক করুন

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাত বই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনিস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৪।

গম এর খামার যন্ত্রপাতির তথ্য

যন্ত্রের নাম : বেড প্লানটার

যন্ত্রের ধরন : অন্যান্য

যন্ত্রের পরিচালনা পদ্ধতি :

যন্ত্রের উপকারিতা :

বেড এ ফসল চাষ করলে সেচ খরচ ও সময় ২৫% কম হয় এবং এক্ষেত্রে শ্রমেরও সাশ্রয় হয়।

এ যন্ত্রের সাহায্যে ঘণ্টায় ২৫-২৭% জমিতে বীজ বপন করা যায়।

যন্ত্রের বৈশিষ্ট্য :

যন্ত্রটি দিয়ে ১-২ চাষে বেড তৈরি ,সার প্রয়োগ ও বীজ বপনের কাজ একই সঙ্গে করা যায়।

যন্ত্রটি দ্বারা নিয়ন্ত্রিতভাবে গম, ভুট্টা, পাট, ধান, তেলবীজ, মুগ, তিল, ডাল শস্য, সবজি বীজ বপন করা যায় ।

স্থায়ী বেড এ অবশিষ্টাংশ রেখে শূন্য চাষে বীজ বপন করা যায়।

রক্ষণাবেক্ষণ : ব্যবহারের পর মাটি ও পানি ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে রাখুন।

তথ্যের উৎস :

খামার যান্ত্রিকীকরন এর মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প- ২য় পর্যায় (২য় সংশোধিত), কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডি এ ই), খামারবাড়ী, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫। জানুয়ারি, ২০১৮।

যন্ত্রের নাম : সিডার

যন্ত্রের ধরন : অন্যান্য

যন্ত্রের পরিচালনা পদ্ধতি :

যন্ত্রটি পাওয়ার টিলার দ্বারা চালিত হয়।

যন্ত্রের ক্ষমতা : কার্যক্ষমতা ঘণ্টায় ৩০-৩৫ শতাংশ ।

যন্ত্রের উপকারিতা :

যন্ত্রটি দ্বারা নিয়ন্ত্রিতভাবে গম, ভুট্টা, পাট, ধান, তেলবীজ, মুগ, তিল, ডাল শস্য, সবজি বীজ বপন করা যায় ।

রক্ষণাবেক্ষণ : ব্যবহারের পর মাটি ও পানি ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে রাখুন।

তথ্যের উৎস :

খামার যান্ত্রিকীকরন এর মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প- ২য় পর্যায় (২য় সংশোধিত), কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডি এ ই), খামারবাড়ী, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫। জানুয়ারি, ২০১৮।

গম এর বাজারজাত করণের তথ্য

প্রথাগত ফসল পরিবহন ব্যবস্থা :

মাথায়, বাঁশের ভাড়ে করে কাঁধে করে পরিবহণ।

আধুনিক ফসল পরিবহন ব্যবস্থা :

ভ্যান গাড়ি, ট্রলি, ট্রাক, কাভার্ড ভ্যান।

প্রথাগত বাজারজাত করণ :

চটের বস্তায়, মাটিরমটকায়, ড্রামে।

আধুনিক পদ্ধতিতে বাজারজাত করণ :

আটা অথবা ময়দা করে। পলি -প্যাকেট বাজার জাত করে।

ফসল বাজারজাতকরনের বিস্তারিত তথ্য পেতে ক্লিক করুন

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭ ।